

সম্পাদকীয়

যদিও আনলক-পর্ব তিন চলছে, করোনার আক্রমণের প্রতাপ কিন্তু বিন্দুমাত্র কমে নি। তারি মাঝে অগস্ট সংখ্যা প্রকাশ করতে পেতে আমরা আনন্দিত।

অগস্ট মাসটা ভারতবাসীর কাছে মুক্তির মাস। কিন্তু অগনিত শহীদরা যে স্বপ্ন সফল করতে প্রাণ দিয়েছিল, অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী জীবন জীবিকা ত্যাগ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তা কী সফল হয়েছে? তাই মুক্তির আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে এটা প্রশ্নেরও মাস।

অগস্ট মাসটা বাঙালির শোকের মাস। এই মাসেই আমরা হারাই রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীরামকৃষ্ণকে যথাক্রমে ৭ (১৯৪১) এবং ১৫ (১৮৮৬) তারিখে। আবার শহীদ স্ফুদিরামের ফাঁসি হয়েছিল ১৯০৮-র ১১ আগস্ট। তিনজনকেই আমাদের শ্রদ্ধা জানাই।

তবে ২০২০-র অগস্ট মাস বিখ্যাত রামমন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের জন্য। করোনা-নিয়ম বা বিধি-নিষেধ অবশ্য এই জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে নি। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী যেখানে উদ্বোধক সেখানে কে আটকায়।

আমরা রবীন্দ্রনাথে বিশ্বাসী। তাই অযোধ্যা নয়, “কবি, তব মনোভূমি/রামের জন্মস্থান, অযোধ্যায় চেয়ে সত্য জেনো।”

‘দীন দান’ কবিতার সাধুশ্রেষ্ঠ নরোত্তমের মতো আমাদেরও মনে হয়—“সে মন্দিরে দেব নাই”, কারণ, সে মন্দির ‘রাজদণ্ডে পূর্ণ, সাধু কহে,/আপনায় স্থাপিয়াছ, জগতের দেবতারে নহে।”

ভালো থাকবেন, আনন্দে থাকবেন, বিধি-নিষেধ মেনে চলবেন।

আশার আলো

পেলব মুখার্জি

দুনিয়া জোড়া আতঙ্কের আবহেই করোনা থেকে মুক্ত হওয়ার আশাও বাড়ছে। সংক্রমণের সংখ্যাবৃদ্ধিতে যেমন আতঙ্ক বাড়ছে তেমনি সুস্থতার হারের ক্রমবৃদ্ধিতে বাড়ছে স্বস্তি। ২০ সালের এপ্রিলে ভাইরাসের আক্রমণ শুরুর সময়ে সুস্থতার হার ছিল ১২ শতাংশের খুব কাছাকাছি, তা মে মাসে ২৭ শতাংশ ছাড়িয়ে দ্রুত জুলাই মাসে সুস্থতার হার দাঁড়িয়েছে ৬৪ শতাংশের মতো। এখন ঝাঁক দেখা যাচ্ছে আরও কমার দিকে। কমছে মৃত্যুর হারও। জুনে যেখানে মৃত্যুর হার ছিল ৪ শতাংশের কাছাকাছি তা জুলাইয়ের পর ২ শতাংশের কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে। ক্রমশই কমছে মৃত্যুহার। ফলে মৃত্যুর আতঙ্কও কমছে।

রাশিয়া ভ্যাকসিন বাজারে ছাড়ার প্রস্তুতি নিয়েছে যদিও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার স্বীকৃতি এখনও মেলেনি। ভারতেও তেঁটে ভ্যাকসিন তৈরি হবার মুখে, গ্রেট ব্রিটেনও প্রস্তুত হচ্ছে। তাদেরও আশা তারা বাজারে ছাড়বে তাদের ভ্যাকসিন। আন্তর্জাতিক সম্মান ও ব্যবসায় সুফল লাভ তো বটেই তার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে, তা অবাস্তব নয়। সমাজে করোনা মুক্ত হবার স্বপ্ন সফল হওয়ার জন্য সারা দুনিয়া অপেক্ষা করছে।

এদিকে আর্থিক অবস্থার ক্রমাবনতিতে

উদ্বেগ বাড়ছে। ভারতে সংগঠিত ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই ২ কোটি লোক জীবিকাচ্যুত হয়েছেন। অসংগঠিত ক্ষেত্রেও কত সংখ্যা তা হয়তো জানা যাবে না, সারা দেশে কর্মহীনের অবস্থাতো এমনিতেই বেশি এবং তা বেড়েই চলেছে। নিত্যব্যবহার্য জিনিষপত্রের দাম লাগামছাড়া। সরকারি-বেসরকারি সবক্ষেত্রেই বলা যায় কালো ছায়া নেমে এসেছে। তার সাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে মানুষ গৃহচ্যুত হচ্ছেন হাজারে হাজারে। আমফান ছাড়াও নদীর ভাঙ্গনের ফলে মানুষের দাঁড়ানোর জায়গা অনেকের চলে গেছে।

সবচেয়ে খারাব অবস্থা হলো চিকিৎসার। রোজই নিত্যনূতন খারাপ খবর বের হচ্ছে। হাসপাতালে ভর্তির জন্য পরিবহণ ব্যবস্থায় দুর্নীতির ফলে মরার উপর খাঁড়ার ঘা-এর খবর আসছে রোজই। রোগ হলেও বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু। যত্রতত্র রাস্তায় পড়ে থাকছে মানুষ। মানবিক হবার কথা কি শুধু বক্তৃতার বুলি হয়েই থাকবে? পূজোর আর দেবী নেই। রাস্তাঘাট গুনশান। মনে হচ্ছে যেন যুদ্ধের নিশ্চলতা। দোকান আছে, খদ্দের নেই। ফুটপাথের দোকান থেকেও নেই। বছর হতে চললো স্কুল-কলেজ বন্ধ - খেলাধুলা বন্ধ। এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এর মধ্যেই আপনারা টিকে আছেন - বেঁচে আছেন এটাই ভরসা। অপেক্ষা করছেন আরোও ভয়ঙ্কর দিনের জন্য - কবে দূর হবে এই বিভীষিকা।

দেশের এই অস্বাভাবিক অবস্থার মাঝে দাঁড়িয়েই আবার নির্বাচন আসন্ন। কলকাতা কর্পোরেশনসহ রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবার জন্য অপেক্ষায় আরো মিউনিসিপালিটি। - আছে ২১ সালের বিধানসভার ভোট। নির্বাচনের দামামা বাজছে। রাজনৈতিক দলগুলি প্রস্তুতি নিচ্ছে। করোনার বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন প্রতিরোধ গড়ে

উঠেছে। আশা জাগছে করোনা মুক্তির। নানাপথ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা সচেষ্ট। নিজেরা নিজেদের মত করে প্রস্তুতি নিন, নতুন নজির গড়তে এগিয়ে চলুন। জোটবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। ভবিষ্যৎ আপনাদের, আপনারাই গড়ে তুলুন। সুস্থ থাকুন। ভালো থাকুন।

এক ৮২ বছরের যুবকের কাহিনী অর্পণ হাজরা

ICMR প্রাক্তনী, আমাদের সহ-সভাপতি, ডাঃ জ্ঞানব্রত শীলকে নিয়ে অর্পণ হাজরা, গত ১৩ অগস্ট, ২০ তারিখে NEWS 18 BANGLA-তে একটা সংবাদ প্রকাশ করেছেন। করোনা-আবহাওয়াতে এটা প্রাসঙ্গিক বলে আমরা উদ্ধৃত করলাম।

করোনা মোকাবিলা সম্ভব? নিশ্চিত সম্ভব। কীভাবে? করোনা সংক্রমণের ভয় মন থেকে দূর করতে হবে। সমাজে করোনা আক্রান্তের থেকে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিতে হবে সাহায্যের হাত। তাঁর মনে এই বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিতে হবে করোনা লড়াইয়ে, হাম সব এক হ্যায়। এমন দর্শনের মানুষটি জীবনের অভিজ্ঞতায় নিজেকে সমাজের কাছে দায়বদ্ধ মনে করেন। আর তাই ৮২ বছর বয়সে জীবন সন্ধ্যায় এসেও হাত দুটো বাড়িয়ে দিতে চান সমাজের জন্য। তিনি প্রাক্তন প্রফেসর ডা. জ্ঞানব্রত শীল।

সকাল বিকেল ব্যায়াম করে এখনও নিজেকে শারীরিক ও মানসিক ফিট রেখে চলেন। লোহার আংটা ও ওড়না পেঁচিয়ে তাঁর শারীরিক কসরত আধুনিক জিমকেও হার মানাবে। সম্প্রতি এক আত্মীয়ের করোনা আক্রান্ত হওয়া থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানা অভিজ্ঞতার সাক্ষী থেকেছেন। আর

তাতেই আইসিএমআর এর প্রাক্তন বিজ্ঞানী মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, করোনা সংক্রমণ আতঙ্ক থেকে সমাজকে টেনে তোলার।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। এক সময় সংক্রমণ রোগ নিয়ে 'ছ' কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন রাশিয়ায় গিয়ে ১৯৭৪ সালে। এহেন মানুষটি বলেন করোনা সংক্রমণ রূপে হোক 'সাহায্যের' সংক্রমণের বিস্তারণ। সম্প্রতি চিকিৎসক যোগীরাজ রায়, সত্যরূপ সিদ্ধান্ত, দেবশংকর হালদার, অরিন্দম দাসদের তৈরি সংস্থা কোভিড কেয়ারের কাজ মন ছুঁয়ে যায় তাঁর। নিজেই ৮২ বছরের অশক্ত শরীরে চান করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সমাজের পাশে থাকতে। সোশ্যাল সাইটেই নিজের ইচ্ছে প্রকাশ করেন তিনি। বর্তমানে ওয়ার্ক ফ্রম হোমের মাধ্যমে ঠাকুরপুকের ক্যান্সার রিসার্চের হয়ে কাজ করে চলেছেন।

করোনা মোকাবিলায় জ্ঞানব্রতবাবুর এমন আবেদনের সাড়া এসেছে সত্যরূপ সিদ্ধান্ত, দেবশংকর হালদারদের থেকে। খুব তাড়াতাড়ি সাহায্যের বুলি নিয়ে করোনা দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে চান তিনি। সাহায্যের এমন সংক্রমণে পিছু হটেবে ছুঁমার্গ, অস্পৃশ্যতা। এমন বিশ্বাসকে পাথেয় করেই এগোতে চান তিনি।

সংস্থার তরফে আইনজীবী অরিন্দম দাস ও সত্যরূপ সিদ্ধান্ত জানান, “সোশ্যাল সাইটে সোজাসাপটা ভাবে যেভাবে সাহায্য করতে চেয়ে এগিয়ে এসেছেন জ্ঞানব্রতবাবু তা শেখবার মতন। ওনার আগ্রহ আমাদের আরও ভাল কাজের খিঁদে বাড়িয়ে দিল।”

গ্রন্থি-শূলের সঙ্গে জীবন যাপনের সপ্ত-পদী
অধ্যাপক (ডাঃ) জ্ঞানব্রত শীল

গাঁটের ব্যথা বা আর্থ্রাইটিসকে জীবনসঙ্গী যারা করেছেন বা করতে বাধ্য হয়েছেন, কেবল তারাই জানেন এই সহবাস কত কষ্টকর। গ্রন্থি-শূলের সঙ্গে বিচ্ছেদ সহজ নয়, মুক্তির আগ্রহ থাকলেও মুক্তিদাতার (ডাক্তারের) ক্ষমতা এবিষয়ে যথেষ্ট সীমাবদ্ধ। গ্রন্থির স-বেদন অনমনীয়তায় প্রাকৃত্য থেকে শুরু করে দিনযাপনের সর্ব পর্বে ও সর্ব কর্মে অনীহা সৃষ্টি করে, শ্রানি ও হতাশা হয় বাড়তি নিত্য-সঙ্গী। ইদানীং অবশ্য বিবাহ-বিচ্ছেদের মত গ্রন্থি-বিচ্ছেদ অর্থাৎ পুরোনো-গ্রন্থিকে তালুক দিয়ে নতুন গ্রন্থি-গ্রহণ চালু হয়েছে। ডিভোর্সের মামলার জন্য যেমন যথেষ্ট অর্থকৌলীন্য ও ভালো দামী উকিল প্রয়োজন হয়, সেইমত গ্রন্থি-মূল্য ও দামী সার্জনের নিযুক্তিও যথেষ্ট অর্থকৌলীন্য ব্যতীত সম্ভব নয় এবং আমার নিবন্ধের পাঠকের সাধ্যাত্ত নয় বলে আমার ধারণা। বাড়তি সমস্যা, কুষ্ঠি-ঠিকুজি মিলিয়ে এগোলেও নব-পরিণীত (-তা) গ্রন্থি অনেক ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় বিবাহের মতই প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়, এমনকী বাড়তি ঝামেলাও সৃষ্টি করে। ইতিমধ্যে গ্রন্থি-বদলের প্রস্তুতিতেই হয়তো ভদ্রাসন বিক্রি হয়ে গেছে। তাই যুক্তিগ্রাহ্য কারণেই ব্যাথা-কমানো, পেশীগুলির শক্তি-বাড়ানো ও সক্রিয়তা-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শরীরের ওজন বাড়তি থাকলে তা কমানো, ফিজিওথেরাপী ইত্যাদি ওষুধহীন চিকিৎসার কার্যক্রমের পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কিছু সুরাহা হয় কিনা জানা ভালো। আশা করা যায় এতে প্রায় অনিবার্য মানসিক-যন্ত্রণাকেও কিঞ্চিৎ সামাল দেওয়া সম্ভব হবে।

১। সচল থাকুন। বেশি সময় শুয়ে

থাকবেন না। শরীরকে দীর্ঘ সময় ধরে একই অবস্থানে রাখবেন না। পড়া, টি.ভি. দেখা, চেয়ারে বসে কাজ যাই করুন না কেন, মাঝে মাঝে (১৫ মিনিট পর পর হলে খুব ভালো) একটু অঙ্গ-সঞ্চালন করা একান্ত প্রয়োজন।

২। শারীরিক ও মানসিক (স্ট্রেস) পরিহার করুন। শক্তভাবে আঁটা কৌটোর মুখ খুলতে হবে, আপনার হাতে গ্রন্থি-শূল থাকলে অন্যের সাহায্য নেবেন, অন্যথায় এমন ব্যবস্থা নেবেন যাতে আপনার গ্রন্থিতে চাপ না লাগে। মানসিক চাপ ও তা এড়ানোর উদাহরণ সম্ভবতঃ দরকার হবে না।

৩। নিজের শরীরে শক্তি কোথায় বেশি রয়েছে তা জানুন, খেয়ার রাখুন ও তদনুযায়ী ব্যবহার করুন। শক্ত দরজা খুলতে আঙুল ও কবজি বাঁচাতে সম্ভব হলে কনুই বা কাঁধ ব্যবহার করুন। দুর্বলতর-পা যাতে আপনাকে গুরুতেই পথে না বসাই তাই চলার গুরুতে যে পায়ে শক্তি বেশি সেই পা আগে ফেলুন।

৪। সব কাজের পরিকল্পনা যথাসম্ভব আগেই স্থির করুন। এতে জীবন সহজ ও সরল হবে। অপ্রয়োজনীয় কাজ বাতিল করুন। পরিকল্পনা করে, ইস্তিরীর প্রয়োজন হয় না এমন কাপড় কিনুন যাতে পরবর্তীকালে ইস্তিরীর ঝামেলা এড়ানো যাবে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র হাতের নাগালে নির্দিষ্ট স্থানে রাখুন।

৫। শ্রম-সাশ্রয়ী ও গ্রন্থি-সহায়ক জিনিসপত্র ব্যবহার করুন। অনেক বিষয়েই শ্রম-সাশ্রয়ী জিনিসপত্র পাওয়া যায় যথা: ঘর মোছার জন্য লাঠি-লাগানো ন্যাকড় বা 'মপ'। চলাফেরার সময় সঙ্গে রাখা লাঠি পরমবন্ধুর মত আপনার বহুবিধ উপকার সাধন করবে।

৬। গৃহসজ্জায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করুন। কমোড ব্যবহার করুন। মগে করে জল

তুলে স্নান করা জনিত অসুবিধা দূর হবে 'শাওয়ার'-এ স্নান করলে। ভবিষ্যতে একজনের একবার পতনেই যত অর্থব্যয় হবে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ খরচ করে বাথরুমের দেওয়ালের চারদিকে এবং সব সিঁড়িতেই পতন-রোধী বহু পতনের ব্যবস্থা, অর্থ-অপচয়ের বেদনা পরিহার করতে পারবেন। এই নিবন্ধ পড়ে হাতল লাগালে - প্রতিবার আমার নামও মনে পড়বে।

৭। প্রয়োজনে অন্যের সাহায্য চাইতে দ্বিধা বা দেরী করবেন না। নিজের স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান বজায় রেখে নিজের মত চলতে পারা নিশ্চিতভাবেই শ্রেয়। কিন্তু প্রয়োজন হলে অন্যের সাহায্য চাইতে বা নিতে দ্বিধা করবেন না। অনর্থক দেরি বড় মাত্রার ক্ষতির কারণ হতে পারে। মনে রাখবেন পারস্পরিক সহযোগিতাতেই মানব সভ্যতা চালু রয়েছে।

পুনশ্চ : সব বিষয়েই আরো নানা উদাহরণ আপনারা নিজেরাই খুঁজে পাবেন। আমায় জানালে, পরবর্তী লেখা সমৃদ্ধতার হবে।

আমাদের বিদ্যাসাগর (৫ম পর্ব)

গৌতম রায়চৌধুরী

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

“বিদ্যাসাগর যে বাঙালি বড়োলোক ছিলেন তাহা নহে, তিনি যে রীতিমতো হিন্দু ছিলেন তাহাই নহে—তিনি তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি বড়ো ছিলেন, তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন।” (বিদ্যাসাগর চরিত, র. ঠাকুর)

বিদ্যাসাগরের ধর্মমত নিয়ে নানা বাদপ্রতিবাদ আছে। কাশীতে তাঁহার বিখ্যাত উক্তি “বিশ্বেশ্বর মানি না”—প্রসঙ্গে অনেকেই বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক বলে মনে করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঘটনাটি অন্যভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। একবার কাশীতে কিছু অর্থলোলুপ ব্রাহ্মণদের দানের

আবেদন প্রত্যাখ্যান করে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন যে তিনি ব্রাহ্মণদের বিশেষত্বকে মানেন না।

“ইহা শুনিয়া কাশীর ব্রাহ্মণেরা ক্রোধাক্ত হইয়া বলেন, ‘তবে আপনি কী মানেন’। বিদ্যাসাগর উত্তর করিলেন, ‘আমার বিশেষত্ব ও অন্নপূর্ণা, উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননীদেবী বিরাজমান। যে বিদ্যাসাগর হীনতম শ্রেণীর লোকেরও দুঃখমোচনে অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, তিনি কৃত্রিম কপট ভক্তি দেখিয়া কাশীর ব্রাহ্মণের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারিলেন না। ইহাই বলিষ্ঠ সরলতা, ইহাই যথার্থ পৌরুষ।” (বিদ্যাসাগরচরিত, র. ঠাকুর)

আসলে বিদ্যাসাগর হয়তো নাস্তিক ছিলেন না, কিন্তু প্রচলিত ধর্মমতে বিশ্বাস করতেন না। জীবনের পদে পদে নানা ব্যঙ্গ, তির্যক শ্লেষে, মজার গল্পে সেই মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে। আমরা সেইসব ঘটনাগুলি ফিরে দেখব। প্রথমে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জবানীতে— “এ দুনিয়ার একজন মালিক আছেন তা বেশ বুঝি, তবে ঐ পথে না চলিয়া এ পথে চলিলে, নিশ্চয় তাঁহার প্রিয়পাত্র হইব, স্বর্গরাজ্য অধিকার করিব, এ সকল বুঝিও না, আর লোককে তাহা বুঝাইবার চেষ্টাও করি না। লোককে বুঝিয়ে শেষটা কি ফাঁসাদে পড়ে যাব? একতো নিজে কত শত অন্যান্য কাজ করিয়া নিজের পাপের বোঝা ভারী করিয়া রাখিতেছি, আবার অন্যকে পথ দেখাইতে গিয়া তাকে বিপথে চলাইয়া কি শেষটা পরের জন্য বেত খাইব মরিব?”

(চণ্ডীচরণ পৃ. ৩৮২)

বিদ্যাসাগর ধর্মপ্রচারকদের ভয় পেতেন।

“বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ধর্মপ্রচারকদের ব্রত গ্রহণ করিলে পর বিদ্যাসাগর মহাশয় একদা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “তুমি নাকি কি একটা হয়েছে?” ঐ প্রচারক হওয়াটাকেই তিনি একটা কিতীষিকা মনে করিতেন। তিনি মনে করিতেন, প্রচারক হইলে, উপদেষ্টা হইলে মানুষের স্বাভাবিকতা বিনষ্ট হয়।”

(চণ্ডীচরণ পৃ. ৩৮২)

ঐ প্রচারকদের নিয়ে একটা মজার ঘটনা আছে। একবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শশীভূষণ বসু, চাঁদ মোহন মৈত্রকে (হেরস্বেচন্দ্রের

বাবা) বিদ্যাসাগরের কাছে আনবার জন্য বাদুড়বাগানে তাঁর বাড়ির চারপাশে ঘন্টাখানেক ঘোরাঘুরি করেও বাড়ি চিনতে পারছিলেন না। অবশেষে চাঁদমোহনবাবু নিজেই একে তাকে জিজ্ঞেস করে বিদ্যাসাগরের কাছে পৌঁছান। ঘটনাটি শুনে এবং শশীভূষণ বাদুড়বাগানেই বাস করে জেনে বিদ্যাসাগরের শ্লেষ “নিকটের ঐ বাড়ীতে বাস করিয়া তুমি বৃদ্ধকে আমার বাড়ীতে আনিতে এত বেগ দিয়াছ, তবে, তুমি মানুষকে কি করিয়া পরলোকের পথ দেখাইতেছ? এখেন থেকে এখেনে যখন তোমার এত গোলযোগ, তুমি সেই অজানা পথে কেমন করে লোক চালান দাও।” (চণ্ডীচরণ, পৃ. ৩৮২) ঐ বিদ্রূপ থেকে বিদ্যাসাগরের ধর্মভাবনা সুন্দর ভাবে বোঝা যায়।

হিন্দুদের ধারণা যাবতীয় পুরাণ ধর্মগ্রন্থ এবং মহাভারতসহ আঠেরোটি পুরাণই কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাসের রচিত। বিদ্যাসাগর এমন কথা মানতেন না। ঋজুপাঠ তৃতীয় ভাগের বিজ্ঞাপনে তিনি লিখেছেন, ...“পুরাণ সকলের রচনা পরস্পর এত বিচ্ছিন্ন যে এক ব্যক্তির রচিত বলিয়া বোধ হয় না। ...মহাভারত বেদব্যাস রচিত বলিয়া কিংবদন্তী আছে। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতির সহিত মহাভারতের রচনায় এত বিভিন্নতা যে যিনি বিষ্ণুপুরাণ, কিংবা ভাগবত অথবা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার রচিত বোধ হয় না।” (বিদ্যাসাগর : নানা প্রসঙ্গ, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, পৃ. ১৭৬) তাছাড়া রামায়ণ-মহাভারতকে তিনি ধর্মগ্রন্থ নয়, কাব্য বলেই মনে করতেন। তিনি আরও মনে করতেন সংস্কৃতের সঙ্গে হিন্দুর ধর্মচর্চার কোনো নাড়ির যোগ নেই। ঐ বিষয়ে তিনি একেবারে সেকিউলার। “উত্তম উত্তম কাব্য” ও “উৎকৃষ্ট কাব্যনাটকাদি গ্রন্থের অধ্যয়নে অধিকারী” হওয়ার জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণ শেখা চাই—এইটুকুই তিনি “সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকার বিজ্ঞাপনে জানান।

বিদ্যাসাগর মাঝে মাঝেই বিধাতা পুরুষের প্রতি গভীর আক্ষেপ ও আক্রোশ প্রকাশ করিতেন।

“নানাদেশীয় অসংখ্য নরনারীসহ “স্মর জন লরেন্স নামক স্টীমার খানি যখন জলমগ্ন হয়, তখন তিনি আমাদের সমক্ষে তীব্র মনস্তাপ সহকারে সাক্ষাৎকালে বলিয়াছিলেন, “দুনিয়ার মালিক কি আমাদের চেয়ে নিষ্ঠুর, যে নানা দেশের নানা স্থানের অসংখ্য লোককে একত্র ডুবাইলেন? আমি যাহা পারি না, তিনি পরম কাল্পনিক মঙ্গলাময় হইয়া কেমন করিয়া ৭০০/৮০০ লোককে একত্র এক সময়ে ডুবাইয়া ঘরে ঘরে শোকের আগুন জ্বালিয়া দিলেন? এই সকল দেখিলে, কেহ মালিক আছেন বলিয়া সহসা বোধ হয় না।” (চণ্ডীচরণ, পৃ. ৬৮৩)

স্বর্গ-নরক নিয়ে বিদ্যাসাগরের দুটি মজার গল্প আমরা যথাক্রমে বিহারীলাল সরকার এবং চণ্ডীচরণের কাছ থেকে জানতে পারি।

প্রথম ঘটনা, এক সাবজজের স্বর্গপ্রাপ্তি। অনেকদিন বাদে জনৈক সাবজজের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের দেখা এবং কথা প্রসঙ্গে জানালেন যে তিনি বুড়ো বয়সে দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন। কারণ প্রথম পক্ষের বউ মারা গিয়েছেন এবং ঘর খালি রাখা অন্যায়া। বিদ্যাসাগর শুনে বললেন যে সাবজজের স্বর্গবাস অবধারিত। সাবজজ ঘাবড়ে গিয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন বিদ্যাসাগর বললেন, “মরণের পর সকলেই স্বর্গের দরজায় হুড়োহুড়ি করে। দারোয়ান পাপ-পুণ্যের হিসাব কষে স্বর্গে বা নরকে পাঠিয়ে দেয়। দারোয়ানের প্রশ্নে একজন খুব মুশকিলে পড়েছে, কারণ তিনি বিশেষ কোনো পাপ বা পুণ্য করে আসেন নি। দারোয়ানও খুব মুশকিলে পড়েছে। কথায় কথায় জানা গেল তিনি বুড়োবয়সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিলেন। তখন দারোয়ান বলল—তুমি এশুনি স্বর্গে ঢুকতে পারো। পৃথিবীতেই তোমার নরকভোগ হয়ে গিয়েছে। (ইন্দ্র মিত্রের করুণাসাগরে উদ্ধৃত, পৃ. ৩৪৪)।

পরের ঘটনাটির বর্ণনা দিয়েছেন চণ্ডীচরণ—শিবনাথ শাস্ত্রীর বাবা হরানন্দ ভট্টাচার্য, দীর্ঘদিন ধরে কাশীবাস করছেন। মাঝে মাঝে কলকাতা আসেন। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর কিছুদিন আগে একবার তিনি বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে

এসেছেন। নানা কথার পর বিদ্যাসাগর বললেন, “তা (কাশী) গেছ ত আবার এরকম সেরে পর কেন? জানত কাশীবাস করিয়া বাইরে গেলে কি হয়?” “হ্যাঁ তা তা জানি, তবুও মাঝে মাঝে দায়ে পড়ে আসতে হয়”, “শিগগির শিগগির পালাও, না হলে, কাশীর এপারে-ওপারে, ভিতরে-বাইরে অনেক ফারাক, বলি একটু গাঁজা-টাজা খেতে শিখেছ ত?” কেন গাঁজা খেয়ে কি হবে?” “বলি একটু অভ্যাস রেখো, কি জান, কখন কি কাজে লাগে বলা ত যায় না, মনে কর, যদি তোমার কাশীপ্রাপ্তি হয়, তা হলে তে শিব হবে? শিব হলে নন্দী-ভৃঙ্গী যখন গাঁজার আলবোলা ধরবে, তখন টানতে হবে ত? আগে থেকে অভ্যাস না থাকিলে দম আটকে মরে যাবে। আর তোমার সাধের শিবত্ব ফসকে যাবে।” (চণ্ডীচরণ, পৃ. ৩৩৬)

মাইকেল মধুসূদনের প্রতি বিদ্যাসাগরের দয়া বা দানের কথা স্বয়ং মধুসূদন কবিতায় অমর করে রেখেছেন। অন্যের থেকে ধার নিয়ে বিদ্যাসাগর মাইকেলকে বিদেশে টাকা পাঠিয়েছেন। এমন কি, সেই ‘ঋণ পরিশোধ করিতে তাঁহাকে ছাপাখানার দুই তৃতীয়াংশ বিক্রিও করতে হয়েছিল। তাতেও তিনি দুঃখ পান নি, কিন্তু মধুসূদনকে রক্ষা করতে না পেরে তাঁর দুঃখের সীমা ছিল না। কবির মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে মধুসূদনের অস্তিরক্ষা এবং স্মৃতি-স্মারক নির্মাণের চেষ্টা হয়। উদ্যোক্তারা বিদ্যাসাগরের কাছে তাঁদের জন্য গেলে তিনি বলিয়াছিলেন,—“দেখ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া যাহার জান রাখিতে পারি নাই, তাহার হাড় রাখিবার জন্য আমি ব্যস্ত নই।” (চণ্ডীচরণ পৃ. ৩৪৮)

রামকৃষ্ণদেব এবং বিদ্যাসাগরের সাক্ষাৎকার বর্ণনা না করলে বিদ্যাসাগরের ধর্মচিন্তা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বিশেষত, দুজনের সংলাপ বঙ্গ সাহিত্যের সম্পদ। এমন সহজ, স্বাভাবিক, সকৌতুক, সুগভীর সার্থক বাক্যালাপ দুর্লভ। এই সংলাপ বিদ্যাসাগরের জীবনীলেখকরা নানাভাবে বললেও আমরা শ্রীম রচিত “শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত” থেকেই উদ্ধৃত করছি।

“রামকৃষ্ণ : আজ সাগরে এসে মিশলাম। এতদিন খাল, বিল, হ্রদ, নদী দেখেছি; এবার সাগর দেখছি।

বিদ্যাসাগর (সহাস্যো) : তবে লোনা জল খানিকটা নিয়ে যান।

রামকৃষ্ণ : না গো লোনা জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও। তুমি যে বিদ্যার সাগর। তুমি ক্ষীরসমুদ্র।

বিদ্যাসাগর : তা বলতে পারেন বটে।” (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, শ্রীম-কথিত, তৃতীয় ভাগ ১ম সংস্করণ, পৃ. ৫)

বিদ্যাসাগর নামের বা পুণ্যের লোভে নয়, নিঃস্বার্থে অন্নদান-বিদ্যাদান করেন। রামকৃষ্ণের মতে সেটা সাত্ত্বিককর্ম। তারপর বললেন, “আর সিদ্ধ তুমি আছই।”

বিদ্যাসাগর : মহাশয়, কেমন করে?

রামকৃষ্ণ : আলু-পটল সিদ্ধ হলে নরম হয়, তা তুমি ত খুব নরম। তোমার অত দয়া!

বিদ্যাসাগর : (সহাস্যো) কলাইবাটা সিদ্ধ শক্ত হয়।

রামকৃষ্ণ : তুমি তা নও গো।”

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃ. ৫)

আরো নানা কথা বলে, দু-একখানা গান গেয়ে রাত নটা নাগাদ পরমহংসদেব বিদ্যায়ের আগে বিদ্যাসাগরকে বললেন,—

“একবার বাগান দেখতে যাবেন; রাসমাণির বাগান। ভারি চমৎকার জায়গা।

বিদ্যাসাগর : যাব বই কি। আপনি এলেন আর আমি যাবো না।

রামকৃষ্ণ : আমার কাছে? ছি! ছি!

বিদ্যাসাগর : সে কি? এমন কথা কেন বললেন? আমায় বুঝিয়ে দিন।

রামকৃষ্ণ : আমরা জেলেডিন্দি। খালবিল আবার বড় নদীতেও যেতে পারি, কিন্তু আপনি জাহাজ; কি জানি যদি যেতে গিয়ে চড়ায় লেগে যায়।

হাসিমুখে বিদ্যাসাগর চুপ করে রইলেন।

রামকৃষ্ণ : তার মধ্যে এ সময় জাহাজও যেতে পারে।

বিদ্যাসাগর (সহাস্যো) : হাঁ, এটা বর্ষাকাল বটে।” (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃ. ১৮)

কিন্তু সেই বর্ষাকাল কেন, কোনোকালেই বিদ্যাসাগর পরমহংসের কাছে যাননি। উপরন্তু, তাঁর সঙ্গে কথা বলে বিদ্যাসাগর বিন্দুমাত্র অভিভূত হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। অন্তত বিদ্যাসাগরের লেখাপত্রে, কাজকর্মে তার কোনো নির্দর্শন পাওয়া যায় নি। যদিও তাঁর না যাওয়া নিয়ে রামকৃষ্ণ পরবর্তীকালে বহুবার উদ্ভা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ, সিন্টার নিবেদিতার কাছে বলেছিলেন, “After Ramakrishna, I follow Vidyasagar।”

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত]

: বিজ্ঞপ্তি :

করোনা অতীমারীর কারণে আমাদের ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিক কিছুদিন বন্ধ থাকার পর গত ১ জুন ২০২০ তারিখ থেকে পুনরায় চালু করা হয়েছে।

বর্তমানে ফিজিও থেরাপী, আকুপাংচার সহ ডাক্তারী পরিষেবা চলছে।

যোগাযোগ : 9674553477

9163531906

9073187022

প্রতি বছরের মত এ বছরও ১ এপ্রিল ২০২০ থেকে ২০২০-২১ সালের সদস্যপদ নবীকরণ হওয়ার কথা। কিন্তু Covid-19 এর কারণে অনেকের পক্ষেই একাজ করা সম্ভব হয়নি। সংস্থার সকল সদস্য/সদস্যাদের অনুরোধ করা যাচ্ছে আপনাদের সদস্যপদ নবীকরণ করুন এবং পরিচিতদের সদস্যপদ নবীকরণে সাহায্য করুন।

আমরা “কোভিড-১৯” তহবিল গঠন করেছি। সবাইকে মুক্ত হস্তে দান করার জন্য অনুরোধ জানাই। যে কোন দান 80G ধারায় “ডোনেশন” হিসাবে স্বীকৃত।

- বিজ্ঞপন -

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় ৭৬ বছর

পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)

২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭

দূরভাষ : ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪

যাদবপুর কেন্দ্র

বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন

৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড,

যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২

বাস স্টপ : অন্তর্পূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে

দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সন্ধ্যা ৬-৭টা)

কম খরচে

রোগনির্ণয়ে রক্ত পরীক্ষা

সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮টা-১১টা)

স্পেশালিষ্ট ক্লিনিক

পরামর্শ ১০০ টাকা + পি. আর. সি. সহায়তা ১০ টাকা

১) ডঃ উৎপল ব্যানার্জী (অর্থোপেডিক) এম.এস,
ডি.এন.বি (অর্থো)

প্রতি মাসের ২য়/৪র্থ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা-৭টা

২) ডঃ প্রদ্যুৎ শূর এম.ডি. (গাইনোকলজিস্ট)
বুধবার, সন্ধ্যা ৭টা-৯টা

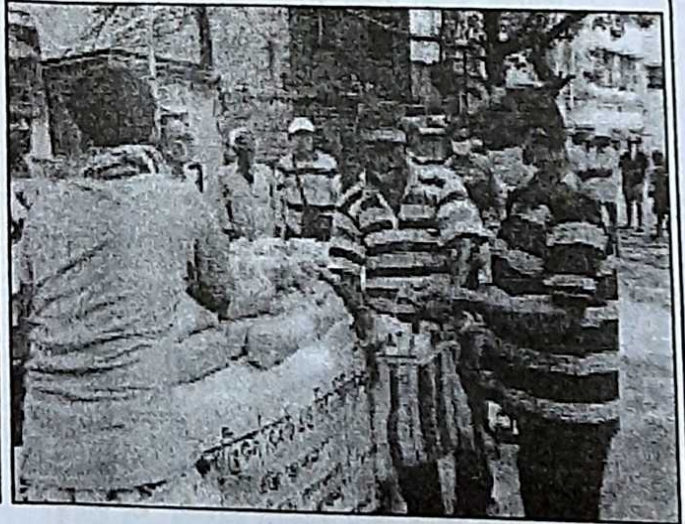
৩) ডঃ বি. বাউর-এম.ডি. (জেনারেল
মেডিসিন)-বুধবার, ৩টা-৪টা

৪) ডঃ সৌম্য চ্যাটার্জী এম. ডি. (নিউরো-
সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) মঙ্গলবার, ৮টা-৯টা

৫) ডঃ মৌমিতা চ্যাটার্জী এম.ডি. (জেনারেল অ্যান্ড
চেষ্ট মেডিসিন), সোমবার, সন্ধ্যা ৮টা-৯টা

আবেদন _____

বিধান পল্লিতে নির্মিয়মান বৃদ্ধাবাসের জন্য অর্থ সাহায্য
করুন।



সংস্থার পক্ষ থেকে “কোভিড-১৯” উপলক্ষে দুঃস্থ ও প্রবীণ ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে
১৭/০৫/২০ তারিখে বেঙ্গল ল্যাম্প অঞ্চলে ত্রাণ বিতরণের আয়োজন করা হয়।